NOV. 1 9 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩. ...কলাম...৩....

দৈনিক জনকণ্ঠ

67

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের নতুন রিপোর্টও যাচ্ছে হিমাগারে!

আহমেদ দীপু

একুশ শতকের উপযোগী প্রশাসন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এ লক্ষ্যে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ৩০৫টি সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অনীহার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এ আশঙ্কার। প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে গত ২৭ বছরে গঠিত ২১টি কমিশন ও কমিটির রিপোর্টের মতো এবারের সুপারিশগুলোও আমলাতন্ত্রের হিমাগারে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সরকার নতুন শতাব্দীতে জনসেবার জন্য প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ কারণে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশন প্রায় তিন বছরে সরকারের কাছে মোট ৩০৫টি সুপারিশ পেশ করেছে। এর মধ্যে ২১৪টি স্বল্পমেয়াদী এবং ৬১টি দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ রয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ার আগে কমিশন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ৩০টি বিষয়ে সুপারিশ জমা দেয়। সেখান থেকে সরকার মাত্র একটি সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে। আর তিনটি বিষয় বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হলেও তা অনুমোদন করা হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের বাকি ২৬টি বিষয় ফাইলচাপা পড়ে গেছে। একইভাবে পরবর্তীতে পেশকৃত তিন খণ্ডে ১৩৭টি সুপারিশ এবং ২১টি কর্পোরেশনের ব্যাপারে আরও ১৬৮টি সুপারিশ নিয়ে প্রণীত চতুর্থ খণ্ডটি ফেলে রাখা হয়েছে। রিপোর্টগুলো বাস্তবায়ন করা না হলে কোনভাবেই একুশ শতকের উপযোগী প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ২৭ বছরে জনপ্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার গঠিত কমিশন ও কমিটি এবং উন্নয়ন অংশীদারদের তৈরিকৃত রিপোর্টের সংখ্যা ২১টি। বর্তমান কমিশন ছাড়া ৯৭ পর্যন্ত সরকার গঠন করেছে ১৬টি কমিশন ও কমিটি এবং উন্নয়ন সহযোগীরা পাঁচটি রিপোর্ট তৈরি করে সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু কোন সরকার একটি সুপারিশও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করেনি। বর্তমান সরকারের মতো অতীতের সরকারগুলোও একটি বা দু'টি করে সুপারিশ বাস্তবায়ন করে বাকিগুলো ফেলে রেখেছে। স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম ১৯৭১ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (এআরসি) গঠন করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সরকারের জন্য সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন করা ছিল কমিটির প্রধান কাজ। ১৯৭২ সালে সার্ভিস কাঠামো তৈরির জন্য গঠন করা হয় প্রশাসনিক ও সার্ভিস কাঠামো পুনর্গঠন কমিটি। একই বছর জাতীয় বেতন কমিশন ১৯৭২ গঠন করা হয়। এর পর সার্ভিস কাঠামো ও বেতন সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে রিপোর্ট তৈরির জন্য বেতন ও সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয় ১৯৭৭ সালে। সরকারীখাতের সংস্থাসমূহের সংগঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়-বিভাগ- পরিদফতরসহ অন্যান্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি গঠিত হয় ১৯৮২ সালে। একই বছর জেলা-উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি ১৯৮২ গঠিত হয়। এর পর আবার বেতন কমিশন হয় ১৯৮৪ সালে। পদোন্নতির বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ১৯৮৫ সালে রিপোর্ট দেয়। একই বছর সিনিয়র সার্ভিসপুল কাঠামো পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি হয়। এসএসপি পর্যালোচনা ও পদোন্নতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ উপকমিটি হয় ১৯৮৭ সালে। কিছু সরকারী অফিস রাখা বা না রাখার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ৮৯তে একটি কমিটি হয়। ৮৯তে আবার হয় বেতন কমিশন। ৯১তে স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন গঠিত হয়। ৯৬তে জাতীয় বেতন কমিশন ও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ইত্যাদির জনবল যৌক্তিকীকরণ নিয়ে কাজ করেছে। ৯৭ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা হয়। সরকার গঠিত এসব কমিটি ও কমিশন সবাই রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু রিপোর্টের অধিকাংশই আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। উন্নয়ন সহযোগীদের দেয়া সুপারিশগুলোর অবস্থাও একই।

এবারেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক কারণে অতীতের কোন রিপোর্টই সেভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। একই কারণে বর্তমান সরকারও রিপোর্ট বাস্তবায়নের আগেই এমনকি কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই কমিশন গুটিয়ে ফেলছে। কমিশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের অপ্রয়োজনীয় অংশকে বেসরকারী খাতে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। প্রশাসনকে জনসেবার উপযোগী করার সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারকে হতে হবে কঠোর। সে ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের শীর্ষে অবস্থানকারীরা হবেন ক্ষতিগ্রস্ত; যার বিরূপ প্রভাব পড়বে রাজনৈতিক সরকারের ওপর। যেমন সুপারিশে বলা হয়েছে, সরকারী সেবা প্রদান উন্নতকরণ, পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর ফাংশনাল ক্রাইটার গঠন এবং প্রশাসনের ওপর কার্যকরী সংসদীয় পর্যবেক্ষণ। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সরকার এটা পারবে না। এতে আমলাতন্ত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। কোন সরকারই আমলাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলতে চায় না। ফলে এখন পর্যন্ত কোন সুপারিশই বাস্তবায়ন হয়নি। আর বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের সঙ্গে প্রশাসনকে খাপ খাওয়ানোর জন্য কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। সরকারকে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।